لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রশ্নাতীত

সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২-এর জুমুআর খুতবা

Bangla translation of the Friday Sermon delivered by Khalifatul Masih V(aba)
on September 21, 2012 at Baitul Futuh Mosque, London.

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
Phone: +880 2 7300808, 7300849
E-mail: enquiryahmadiyya@gmail.com na.amjb@hotmail.com
centralbangladesk@googlemail.com
Web: www.mta.tv www.alislam.org www.ahmadiyyabangla.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিক্রিয়া

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা হলো প্রশ্নাতীত। যাঁকে স্বয়ং আল্লাহ্ রহমত ও আশিসের ভাগী করেছেন, আর তাঁর ফেরেশ্‌তারা যাঁর (সা.) জন্য সর্বদা দরূদ পাঠ করে, তাঁকে কেউ খাটো করতে পারে না। দরূদ পাঠ করুন আর এতো বেশি পাঠ করুন যেন পরিবেশ মুখরিত ও সুরভিত হয়ে ওঠে।

জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা আহযাব-এর ৫৭-৫৮ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ○

এরপর হুযূর বলেন : এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্‌তারা এ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করছেন। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং তাঁর জন্য বেশি বেশি করে শান্তি কামনা কর। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেছেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

(সূরা আল্ আহযাব: ৫৭-৫৮)

ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে পরিচালিত অত্যন্ত হীণ, জঘন্য এবং অন্যায় কর্মকান্ডের কারণে বর্তমানে ইসলামীক রাষ্ট্রসমূহে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে সঙ্গত ও ন্যায্য। মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বিষয়ে একজন মুসলমানের সঠিক জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক সে মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। ইসলামের শত্রুরা মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও বাজে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে এবং এ চলচ্চিত্রে হুযূর (সা.)-কে যেরূপ চরমভাবে অপমান করার অপচেষ্টা করা হয়েছে তাতে প্রত্যেক মুসলমানের দুঃখ পাওয়া আর ক্ষুব্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মানবদরদী, সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ ও আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়পাত্র মহানবী (সা.) মানুষের দুঃখে রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছেন, মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং এত বেদনা ভারাক্রান্ত হয়েছেন আর নিজেকে এমন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করেছেন যে, স্বয়ং আরশের অধিপতি হুযূর (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'এরা তাদের সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক-প্রভুকে কেন চিনছে না- এ কথা ভেবে তুমি কি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে?' মহান এই মানবদরদী নবী সম্পর্কে এমন অবমাননাকর চলচ্চিত্রের জন্য একজন মুসলমানের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হওয়াই স্বাভাবিক এবং হয়েছেও তাই। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে আহমদী মুসলমানরা। কেননা আমরা হলাম মহানবী (সা.)-এর সেই খাঁটি প্রেমিক ও দাসের মান্যকারী যিনি আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদার বুৎপত্তি দান করেছেন। তাই, এ অপকর্মের জন্য আমাদের অন্তর আজ ঝাঁজরা এবং আমাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। আমরা খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়ে দোয়া করছি, হে খোদা! এসব দুরাচারীদের কাছ থেকে তুমি নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তুমি তাদের এমন উচিত শিক্ষা দাও যা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এ যুগের ইমাম আমাদেরকে রসুল প্রেমের চেতনায় এভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, **'জঙ্গলের সাপ ও হিংস্র জীব-জন্তুর সাথে সন্ধি হতে পারে কিন্তু যারা আমাদের সম্মানিত নেতা ও অভিভাবক খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অপমান করে অধিকন্তু হঠকারিতাও দেখায়, তাদের সাথে আমরা সন্ধি করতে পারি না।'** (পয়গামে সুলাহ্)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'মুসলমানরা এমন এক জাতি যারা তাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সম্মানার্থে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেয়। তাদের রসূল (সা.)-কে দিবানিশি গালি দেয়া যাদের পেশা, যারা নিজেদের পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক ও বিজ্ঞাপনসমূহে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করে এবং তাঁর জন্য চরম নোংরা শব্দ ব্যবহার করে তাদের সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার মত অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাকে মুসলমানরা শ্রেয় মনে করে।'** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, **'স্মরণ রাখবেন! এমন লোকেরা স্বজাতিরও শুভাকাঙ্খী নয়। কেননা তারা তাদের চলার পথে অন্তরায়। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমাদের পক্ষে জঙ্গলের সাপ ও মরুভূমির হিংস্র জন্তুর সাথে সন্ধি করাও সম্ভব, কিন্তু আমরা এমন সব মানুষের সাথে আপোষ করতে পারি না যারা আল্লাহ্‌র নবীদের সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেয়া হতে ক্ষান্ত হয় না। তারা মনে করে গালমন্দ করা ও অকথ্য ভাষা ব্যবহারের মাঝে বিজয় নিহিত। বস্তুতঃ সকল বিজয় উর্ধ্বলোক থেকেই এসে থাকে।'** তিনি (আ.) আরো বলেছেন, **'পবিত্র ভাষী মানুষেরা অবশেষে তাদের পবিত্র ভাষণ ও কথনের কল্যাণে মানুষের মন জয় করে থাকে। কিন্তু নোংরা স্বভাবের লোকেরা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কৌশল জানে না।'**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন, **'অভিজ্ঞতাও এ কথাই বলে, নোংরা ভাষী মানুষের পরিণাম শুভ হয় না। আর অবশেষে আল্লাহ্‌র আত্মাভিমান তাঁর প্রিয়জনদের পক্ষে কার্যকর হয়।'** (চশমায়ে মা'রেফত, রূহানী খাযায়েন ২৩খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৮৫-৩৮৭)

বর্তমান যুগে পত্র-পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনের পাশপাশি অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকেও এই জঘন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। অতএব যারা হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধাচারণ করছে নিশ্চয়ই তারা তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি পাবে, ইনশাআল্লাহ্। এরা নিজেদের হঠকারিতায় অনড় থেকে ধৃষ্টতার সাথে অত্যাচার-অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

২০০৬ সালে ডেনমার্কে নোংরা প্রকৃতির লোকেরা যখন মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছিল, তখনো আমি জামাতকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তখন আমি আরও বলেছিলাম, পূর্বেও এমন সীমালঙ্ঘনকারীর জন্ম হয়েছে আর এ অপকর্মের এখানেই শেষ নয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে বর্তমানে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হচ্ছে এতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরং ভবিষ্যতেও এরা এ ধরনের কুকর্ম অব্যাহত রাখবে। আর আমরা দেখছি, এখন এরা এর চেয়েও বেশি ঘৃণ্যকর্ম ও অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। আর তখন থেকেই এরা ধীরে ধীরে এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে চলেছে।

ইসলামের বিপক্ষে এটি হলো তাদের চরম পরাজয় যা তাদেরকে 'বাক-স্বাধীনতা'র ছত্রছায়ায় জঘন্য ও অশালীন কর্মকান্ডে ধৃষ্ট করছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'স্মরণ রেখ! এরা নিজ জাতিরও শুভাকাঙ্খী নয়। একদিন এসব জাতির কাছেও এদের কর্মের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এবং পরিষ্কার ভাবে প্রতিভাত হবে, এরা আজ যেসব জঘন্য অপলাপে লিপ্ত তা এসব জাতির জন্যও ক্ষতিকর কেননা এরা স্বার্থপর ও অত্যাচারী। নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা ছাড়া এদের অন্য কোন কাজ নেই।'**

বর্তমানে রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কোথাও প্রকাশ্যে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনিয়ে বিনিয়ে এদের স্বপক্ষে কথা বলছে এবং মাঝে মাঝে আবার মুসলামানদের স্বপক্ষেও বলছে। কিন্তু মনে রাখবেন! পৃথিবীটা এখন এমন এক 'বিশ্বপল্লীতে' পরিণত হয়েছে যার কারণে মন্দকে যদি দ্ব্যর্থহীনভাবে মন্দ বলা না হয় তবে এসব কথা এ দেশগুলোর শান্তি ও স্থিতিশীলতা ধ্বংস করে ফেলবে, এছাড়া আল্লাহ্‌র শাস্তির বিষয়টিতো আছেই।

যুগ-ইমামের কথা স্মরণ রাখুন! প্রতিটি বিজয়ই ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রদান করা হয়। ঊর্ধ্বলোকে সিদ্ধান্ত হয়েই আছে আর তা হচ্ছে, তোমরা যে রসূল (সা.)-এর মানহানির অপচেষ্টা করছ, তিনি (সা.) অবশ্যই এ পৃথিবীতে বিজয় লাভ করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ বিজয় মানুষের মন জয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে। কেননা পবিত্র কথা ও বাণীতে এক প্রকার যাদু রয়েছে। পবিত্র বাণী ও বচনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের দরকার নেই আর জঘন্য কথার উত্তর নোংরা ভাষায় দেয়ারও প্রয়োজন নেই। এসব লোক যেসব অশালীন ও কটুকথা বলতে আরম্ভ করেছে তা অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আর ইহজীবনের অবসানে এসব লোককে আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দিবেন।

আমি যে দু'টি আয়াত পাঠ করেছি তাতেও আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, এই রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করাই তোমাদের কাজ। এসব লোকের অশালীন ও অন্যায় বক্তব্য এবং হাসি-ঠাট্টার ফলে এমন মহান নবীর সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য ঘটে না। তিনি এমন এক মহান নবী যাঁর প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্তারাও দরূদ প্রেরণ করেন। মু'মিনদের দায়িত্ব হলো, এই নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণে রত থাকা এবং শত্রুদের অপলাপ যখন বেড়ে যায় তখন পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি তুমি রহমত বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী।

হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের তুমি কল্যাণমন্ডিত কর যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের কল্যাণমন্ডিত করেছিলে। নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী– অনুবাদক)। এই হলো দরূদ এবং ইনি হলেন সেই নবী (সা.), পৃথিবীতে যাঁর বিজয় অবধারিত।

কাজেই একজন আহমদী মুসলমান এমন অশ্রাব্য কথাবার্তার জন্য একদিকে ঘৃণা, দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে, অপরদিকে অপলাপকারীদের এবং নিজ নিজ দেশের নীতি নির্ধারকদের এমন অপলাপ থেকে বিরত থাকার ও বিরত রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। আর এটিই আমাদের করা উচিত। একজন আহমদী জাগতিকভাবে নিজের মত করে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে, এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে প্রকৃত সত্য অবহিত করতে চায়, প্রকৃত সত্য কথাটি বলতে এবং মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিতের অনিন্দ্য সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরতে চায়। আর বিশ্ববাসীর সম্মুখে সে তার আচার-আচরণে মহানবী (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে ইসলামী শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের বাস্তব দৃষ্টান্ত হতে আগ্রহী। তবে, যেভাবে আমি বলছিলাম, এর পাশাপাশি দরূদ ও সালাম প্রেরণের প্রতিও পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হতে হবে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের উচিত, নিজের চারপাশের পরিবেশ এবং আকাশ-বাতাসকে দরূদ ও সালামে মুখরিত রাখা। নিজেদের আচার-ব্যবহারকেও ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপ দিন। অতএব এ-ই হলো আকর্ষণীয় প্রতিক্রিয়া, যা আমাদের দেখাতে হবে।

এসব দুরাচারীর পরিণতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এই রসূল (সা.)-কে যারা কষ্ট দিয়েছে অথবা মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে বর্তমানে যারা খাঁটি মু'মিনদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে আল্লাহ্ তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিবেন। এ পৃথিবীতে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হবে আর এ অভিসম্পাতের ফলে তারা আরো বেশি নোংরামীতে লিপ্ত হবে। আর এসব লোকের মৃত্যুর পর তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'নোংরা ভাষীদের পরিণাম শুভ হয় না।'** অতএব এসব লোক ইহজগতেই আল্লাহ্ তা'লার অভিশাপ আকারে এবং মৃত্যুর পর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিরূপে নিজেদের পরিণাম দেখবে।

অন্যান্য মুসলমানের উচিত তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন অর্থাৎ তারা যেন দরূদ শরীফের মাধ্যমে তাদের দেশ, অঞ্চল ও নিজেদের চারপাশের পরিবেশ মুখরিত করে তুলেন। এটিই হলো, যথার্থ প্রতিক্রিয়া।

বর্তমানে প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ নিজ দেশেই নিজেদেরই সম্পদে অগ্নি সংযোগ করা বা নিজ দেশের নাগরিকদের মারপিট করা অথবা মিছিল বের করে পুলিশকে বাধ্য করে নিজেদের নাগরিকের উপরই গুলি বর্ষণ করিয়ে আপনজনদেরই হত্যা করা– এসব কর্মকান্ডে কোন লাভ নেই।

পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে তা থেকে বুঝা যায় পশ্চিমা বিশ্বের অধিকাংশ ভদ্রলোকও এমন আচরণকে অপছন্দ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছেন। মুসলমান না হওয়া

এই সেই লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ যেখান থেকে সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এই জুমুআর খুতবাটি প্রদান করেন

সত্ত্বেও আমেরিকায় এবং এখানকার সুশীল শ্রেণী এ বিষয়টি অপছন্দ করেছেন। কিন্তু যারা নেতৃস্থানীয় তারা একদিকে বলে, এটি অন্যায় আর অন্যদিকে বাক-স্বাধীনতার অজুহাতে এর সমর্থনও করে। এমন দ্বৈত-নীতি চলতে পারে না। বাক-স্বাধীনতার আইন কোন ঐশী বিধান নয়। আমি আমেরিকাতে বক্তৃতার সময় রাজনীতিবিদদের একথাও বলেছিলাম, মানব প্রণীত আইনে ত্রুটি-বিচ্যুতি আর ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে, আইন প্রণয়নের সময় কোন কোন দিক দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে, কেননা অদৃশ্য বিষয়ে মানুষের কোন জ্ঞান নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্যের দ্রষ্টা, তাঁর প্রণীত আইনে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয় না। তাই আপনারা নিজেদের আইনকে এমন নিখুঁত মনে করবেন না যাতে আর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সম্ভব নয়। বাক-স্বাধীনতার আইন আছে ঠিকই কিন্তু কোন দেশের আইনে এবং জাতিসংঘের চার্টারেও **"কোন ব্যক্তির অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার স্বাধীনতা নেই"**– এই মর্মে কোন কথা বলা নেই। কোথাও বলা নেই, **অন্য ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার অনুমতিও দেয়া যাবে না, কেননা এর দ্বারা জগতের শান্তি বিনষ্ট হয়, ঘৃণার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় এবং বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বিভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে।** কাজেই বাক-স্বাধীনতার আইন যদি প্রণয়ন করতেই হয় তবে একজনের স্বাধীনতার জন্য অবশ্যই আইন প্রণয়ন করুন কিন্তু আরেকজনের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আইন প্রণয়ন করবেন না। জাতিসংঘও এ জন্য ব্যর্থ হচ্ছে, কেননা ব্যর্থ আইন প্রণয়ন করে তারা মনে করে, আমরা অনেক বড় কাজ সমাধা করে ফেলেছি। অথচ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঘোষিত আইনে বলেন, **অন্যের প্রতিমাকেও তোমরা মন্দ বলবে না,** কেননা এতে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। প্রতিমাকে তোমরা মন্দ বলবে, আর অজ্ঞতাবশে তোমাদের সর্বশক্তিমান খোদা সম্বন্ধে তারা অসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করবে যার ফলে তোমাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হবে, মনোকষ্ট বৃদ্ধি পাবে, ঝগড়া-বিবাদ হবে, দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।

অতএব এ হলো সেই চমৎকার শিক্ষা যা ইসলামের খোদা, এ পৃথিবীর খোদা এবং বিশ্বজগতের প্রভু উপস্থাপন করেছেন। সেই খোদা এ শিক্ষা দিয়েছেন যিনি তাঁর প্রিয়পাত্র হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষাসহ জগদ্বাসীর সংশোধন এবং প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রেরণ করেছেন। আর মহানবী (সা.)-কে তিনি 'রহ্মতুল্লিল আ'লামীন' উপাধিতে ভূষিত করে সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহ্মত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

কাজেই পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজ, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং রাজনীতিবিদরা একটু ভেবে দেখুন, গুটিকতক বাজে লোককে কঠোর হস্তে দমন না করে কোথাও আপনারা নিজেরাও এ বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন না তো? জনসাধারণও একটু চিন্তা করে দেখুন, অন্যের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং জগতের কীট ও নোংরামিতে লিপ্ত এই ক'জন লোকের সাথে তাল দিয়ে আপনারা নিজেরাও কি জগতের শান্তি বিনষ্টে অংশীদার হচ্ছেন না?

আমরা যারা আহ্মদী মুসলমান, আমরা মানব সেবার কোন সুযোগ কখনও হাতছাড়া করি না। আমেরিকাতে রক্তের প্রয়োজন পড়েছে, গত বছর আমরা আহমদীরা বারো হাজার ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে দিয়েছি। বর্তমানেও একাজ অব্যাহত আছে। আমি তাদেরকে বলেছি, আমরা আহমদী মুসলমানরা মানুষের জীবন বাঁচাতে নিজেদের রক্ত দিচ্ছি, আর তোমরা তোমাদের এসব কর্মকান্ড দ্বারা এবং সেসব নিকৃষ্ট লোকের কথায় সায় দিয়ে আমাদের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করছ। অতএব এ হলো একজন আহমদী মুসলমান তথা খাঁটি মুসলমানের কার্যক্রম পক্ষান্তরে যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করছে বলে আত্মপ্রসাদ নেয় ঐ হলো তাদের একশ্রেণীর অপকর্ম ।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়,

তারা ভুল প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। একথা ঠিক, তাদের কোন কোন প্রতিক্রিয়া সঠিক নয়। ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও, ঘেরাও করা, নিরীহ মানুষ হত্যা করা, কূটনীতিকদের নিরাপত্তা না দেয়া, তাদের হত্যা করা বা মারধর করা– এ সবই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিষ্পাপ নবীদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, তাঁদের সম্বন্ধে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করা ও এ বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে থাকাও অনেক বড় পাপ। অন্যদের দেখাদেখি কয়েকদিন পূর্বে ফ্রান্সের একটি পত্রিকাও মাথাচাড়া দিয়েছে এবং এরা আবারও ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে আর তা পূর্বের চেয়েও জঘন্য। এই জগতপূজারীরা ইহজগতকেই নিজেদের চূড়ান্ত প্রাপ্তি বলে মনে করে কিন্তু তারা জানে না, এই জগতই তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

এ প্রসঙ্গে আমি একথাও বলতে চাই, বিশ্বের এক বিশাল অঞ্চলজুড়ে মুসলমান সরকার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর একটি বড় অংশ মুসলমানদের অধিনস্ত। অনেক মুসলমান রাষ্ট্রকে আল্লাহ্ তা'লা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। মুসলমান দেশগুলো জাতিসংঘেরও সদস্য। পবিত্র কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গীন জীবন বিধান– এর অনুসারীরা ও এর অধ্যয়নকারীরাও পৃথিবীতে বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালাকে জগতের সামনে তুলে ধরতে মুসলমান রাষ্ট্রগুলো চেষ্টা করে নি বা এখনও কেন উদ্যোগ নিচ্ছে না। পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে তারা কেন জগদ্বাসীকে একথা বলছে না, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর আল্লাহ্র নবীদের অসম্মান করা কিংবা এ উদ্দেশ্যে অপচেষ্টা করা– এ সবই অপরাধ, জঘন্য অপরাধ ও পাপ বিশেষ! আর বিশ্বশান্তির জন্য এ কথাটি জাতিসংঘের শান্তি ঘোষণায় সন্নিবেশিত করা আবশ্যক : **"কোন সদস্য দেশ তার নাগরিকদেরকে ভিনধর্মীদের অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অনুমতি দিবে না। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নামে বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করার অনুমতি দেয়া যাবে না।"** বড়ই আক্ষেপ! এতদিন ধরে এতকিছু ঘটছে তথাপি মহানবী (সা.) এবং বিশ্বের সকল নবী-রসূলের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে জগদ্বাসীকে অবহিত করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ বিষয়ে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে কোন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। যদিও জাতিসংঘের অন্যান্য সিদ্ধান্ত, যেমন মানবাধিকার ঘোষণার মত, এটিও কার্যকর হবে না, কিন্তু কমপক্ষে বিষয়টি রেকর্ডভুক্ত হয়ে যাবে। ওআইসি অর্থাৎ অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠানের যদিও অস্তিত্ব আছে কিন্তু এর মাধ্যমে কখনো এমন কোন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয় নি যার মাধ্যমে জগতে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত, কিন্তু ধর্মের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি তাদের মাথায় থাকে না। আমাদের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যদি বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হতো তাহলে জনসাধারণের পক্ষ থেকে এসব ভুল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হতো না যা দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজ পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশে হচ্ছে। তারা এ কথা ভেবে নিশ্চিত থাকতে পারতো, আমাদের নেতৃত্ব এ কাজে নিয়োজিত আর তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। এরা মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বরং সমস্ত নবী-রসূলের সম্মান প্রতিষ্ঠায় এমনভাবে আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান প্রদর্শন করবেন যার কারণে জগদ্বাসীকে তাদের কথা সত্য ও যথার্থ বলে মানতে হবে।

এছাড়া পাশ্চাত্যে এবং পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যা রয়েছে। ধর্মীয় অবস্থান ও অনুসারী-সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অবস্থানে সমাসীন। এরা যদি আল্লাহ্র নির্দেশাবলী মান্যকারী হয় তাহলে সকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হতে পারে। এমতাবস্থায় ইসলামের শত্রুরা এ ধরনের মর্মপীড়াদায়ক অপকর্ম করার বা এ ধরনের চিন্তা করারও দুঃসাহস দেখাতে পারবে না।

যাই হোক, মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো ছাড়াও পৃথিবীর প্রতিটি দেশে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যা বিদ্যমান। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কেবল তুর্কী মুসলমানদের সংখ্যাই লক্ষ লক্ষ। গোটা ইউরোপে নয় বরং ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এরা বিদ্যমান। এশিয়া থেকে মুসলমানরা এসে এখানে বসবাস করছেন। এরা যুক্তরাজ্যেও আছেন আর যুক্তরাষ্ট্রেও আছেন। আবার কানাডা এবং ইউরোপের প্রত্যেক অঞ্চলেই আছেন। তারা সবাই যদি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আমরা আমাদের ভোট কেবল এমন ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করব যারা ধর্মীয় সহনশীলতার প্রবক্তা। এটি কেবল বুলি সর্বস্ব হবে না বরং এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটা চাই। তারা যদি এসব দুরাচারী, অপলাপী ও চলচ্চিত্র নির্মাতার প্রকাশ্যে নিন্দা জানান তাহলে এসব বস্তুবাদী সরকারগুলোর ভেতর থেকেই এমন একটি শ্রেণী এগিয়ে আসবে যারা প্রকাশ্যে এই অশালীনতা ও জঘন্য কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

অতএব মুসলমানরা যদি নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করেন তাহলে পৃথিবীতে একটি বিপ্লব সাধিত হতে পারে। তারা চাইলে নিজ নিজ দেশে ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আইন প্রণয়ন করতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করলেও এর বিরোধিতায় সবাই তৎপর থাকে। ফলতঃ শত্রুদেরকে আরো শক্তি যোগান দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান নেতাদের, রাজনীতিবিদদের এবং আলেম-উলামাকে স্বচ্ছ বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যাতে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে, এরা যেন নিজেদের অবস্থান ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। নিজেদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়।

যারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অযথা আপত্তি উত্থাপন ও অভিযোগ উত্থাপন করে আর যারা এই চলচ্চিত্র নির্মাণের হোতা অথবা এতে অভিনয় করেছে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক মান কি তা

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যাদি থেকেই সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। বলা হয়, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী একজন মিশরীয় কিবতী খ্রিস্টান। এর নাম Nakoula Basseley (নাকুলা বেসেলে বা এমন কোন নাম হবে)। কিংবা Sam Bacile নামে সে পরিচিত। যাই হোক, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে রীতিমত অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত এক ব্যক্তি, যার একটি Criminal Background রয়েছে। অপরাধি ব্যক্তি সে। প্রতারণার দায়ে সে ২০১০ সালে জেলও খেটেছে। আর দ্বিতীয় যে ব্যক্তি এই চলচ্চিত্রের পরিচালকের ভূমিকা পালন করেছে সে মূলতঃ 'নীল ছবির' পরিচালক। এই চলচ্চিত্রে যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছে এরা সবাই নীল ছবির নায়ক-নায়িকা। এই হচ্ছে এদের চরিত্র ও নৈতিকতার অবস্থা! আর নীল ছবি যে কি জিনিস, সাধারণ মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। যারা স্বয়ং এমনসব জঘন্য নোংরামীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তারাই আবার আপত্তি জানাচ্ছে সেই মহান অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যাঁর পবিত্র স্বভাব ও উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষ্য দিয়েছেন!

অতএব এই জঘন্য অশ্লীলতা ও নোংরামীর মাধ্যমে এরা নিশ্চিতভাবে খোদা তা'লার ক্রোধ ও আযাবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আর এ অপকর্ম তারা অবিরত করে চলেছে। একইভাবে এই নীল ছবির যারা পৃষ্ঠপোষক বা স্পনসর খোদা তা'লার শাস্তি থেকে তারাও রেহাই পাবে না। এদের মাঝে একজন হলো, সেই খ্রিস্টান পাদ্রী যে বিভিন্ন সময় আমেরিকায় সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভে পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মত ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আল্লাহুম্মা মাযি্‌যকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহি্‌হকহুম তাসহীকা।

কয়েকজন গণমাধ্যমে এই অপকর্মের জন্য একদিকে নিন্দা জ্ঞাপন করছে আবার একইসাথে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়ারও নিন্দা করছে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, ভুল প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করা উচিত। কিন্তু এ বিষয়টিও লক্ষ্য করুন, এসবের সূচনা কে করেছে?

যাই হোক, আমি একটু আগেই বলছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ এসবই মুসলমানদের মাঝে ঐক্য ও নেতৃত্ব না থাকার কারণে সংঘটিত হচ্ছে। রসূল প্রেমের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এরা ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। এরা মুখে বড় বড় দাবী করে কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানের বেলায় ঠনঠন। জাগতিকভাবেও এরা দুর্বল হয়ে পড়ছে। কোন মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অপর কোন দেশকে এখনও জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানায় নি। জানিয়ে থাকলেও তা ছিল এত দুর্বল যে কারণে গণমাধ্যম একে কোন গুরুত্ব প্রদান করে নি। আর মুসলমানদের প্রতিবাদ সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রকাশিত হলেও তা ছিল, **"১.৮ বিলিয়ন মুসলমান শিশুসুলভ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে।"** যখন পথ দেখানোর কেউ থাকে না মানুষ তখন দিশেহারা হয়েই ঘুরে বেড়ায়। তখন তাদের প্রতিক্রিয়া শিশুসুলভই হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোন থেকে এরা (গণমাধ্যম) খোঁচাও দিয়েছে, অপরদিকে বাস্তব চিত্রও তুলে ধরেছে। দোয়া করি, মুসলমানদের এখনও যেন বোধোদয় ঘটে।

এদের ধর্মের চোখ অন্ধ, নবীদের পদমর্যাদা কী তা এরা জানেই না। এরা হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদাহানী ঘটিয়েও নিশ্চুপ থাকে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর জন্য যে ভালবাসা এবং আবেগের উচ্ছ্বাস রয়েছে তা এদের কাছে শিশুসুলভ প্রতিক্রিয়াই মনে হবে। কিন্তু আমি ২০০৬ সাল থেকেই এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছি, **'এ দিকটির প্রতি দৃষ্টি দিন এবং এমন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিন যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপকর্ম ও অশালীন কাজ করার মত কেউ ধৃষ্টতা না দেখায়।'** হায়, যদি কোন মুসলমান দেশ এর প্রতি কর্ণপাত করতো! আর যেখানে যে আহমদীর জন্য সম্ভবপর তারা যেন নিজ নিজ গন্ডিতে এই বাণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। কয়েকদিন প্রতিবাদ করে নিরব হয়ে গেলে এই সমস্যার সমাধান হবে না।

লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের জুমুআর নামাযের খুতবা শ্রবণরত মুসল্লীগণ

বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি পরামর্শ হচ্ছে, বিশ্বের যত মুসলমান আইনজ্ঞ ও উকিল আছেন তাদের উচিত হবে সম্মিলিতভাবে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়া। হায়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুসলমান আইনজ্ঞ ও উকিলরা এ বিষয়টি যদি একবার খতিয়ে দেখতেন এবং এর সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতা যাচাই করে দেখতেন অথবা এর সম্ভাবনা ও বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করতেন কিংবা অন্য কোন সম্ভাব্য পথ খুঁজে বের করতেন! আর কতদিন এই নির্লজ্জতা অবলোকন করবেন আর নিজ নিজ দেশে সাময়িক প্রতিবাদ ও ভাঙচুর করেই সন্তুষ্ট থাকবেন। এধরনের প্রতিবাদে পাশ্চাত্যের বা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কিছুই যায় আসে না। এসব দেশে নিরীহ জনতার উপর আক্রমন করলে, কিংবা হুমকী দিলে অথবা মানুষ হত্যার প্রচেষ্টা চালালে বা দূতাবাসগুলোতে আক্রমন করলে–এসব কাজই হবে ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী। কোনভাবেই ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। এমনটি করলে আপনারা নিজেরাই মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ করে দিবেন।

অতএব উগ্রতা ও চরমপন্থা অবলম্বন এর সমাধান নয়। এর সমাধান হচ্ছে তা-ই যা আমি ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ নিজের আচার-আচরণের সংশোধন এবং মানবের মুক্তিদূত মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ, জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টায় মুসলমান দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া, পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানদের ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগ। যাই হোক, আহমদীরা যেখানেই বসবাস করছেন– এ নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করুন। আর অ-আহমদী বন্ধুদেরকেও এ পথে পরিচালিত হতে অনুপ্রাণিত করুন যাতে তারাও এসব দেশে তাদের যে শক্তি ও ভোটাধিকার রয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ করে আর মহানবী (সা.)-এর জীবনির বিভিন্ন আকর্ষণীয় দিকও যেন সুন্দরভাবে তুলে ধরে।

বর্তমানে এরা বাক-স্বাধীনতার নামে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে। একই সাথে একথাও বলছে, ইসলাম ধর্মে নাকি মত প্রকাশের এবং কথা বলার কোন অধিকারই নেই। আর এর সমর্থনে তারা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের উদাহরণ টেনে বলে, এসব দেশে নাগরিকদের কোন ধরনের স্বাধীনতা নেই। একথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এদের এই দুর্গতির কারণ হলো, ইসলামী অনুশাসন না মানা। এহেন বিধিনিষেধের সাথে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। ইতিহাস পাঠে আমরা মহানবী (সা.)-কে নিঃসঙ্কোচে ও নির্দ্বিধায় সম্বোধন করার ঘটনা জানতে পারি। কেবল তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে শিষ্টাচার বহির্ভূত ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েও মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য, উদারতা ও সহনশীলতার এমনসব ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় বিশ্বে যার কোন জুড়ি নেই। আমি এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। যদিও এগুলোকে মহানবী (সা.)-এর দান-দক্ষিণার ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয় কিন্তু এসবের মাঝেই তাঁর সাথে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের ঘটনা এবং এর বিপরীতে তাঁর সহনশীলতার বহিঃপ্রকাশও রয়েছে। হযরত জুবায়ের বিন মুত্আম (রা.) বর্ণনা করেন, **একবার তিনি হুযূর (সা.)-এর সাথে ছিলেন আর সাথে ছিল আরো অনেকেই। তিনি (সা.) হুনায়ন থেকে ফিরছিলেন, হঠাৎ বেদুঈনরা তাঁকে ঘিরে ফেলে। তারা তাঁর কাছে বিভিন্ন ধরনের চাহিদার কথা বলতে বলতে তাঁকে বাবলা গাছের কাছে ঠেলে নিয়ে যায় আর এর কাঁটায় তাঁর চাদর আটকে যায়। মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে যান আর বলেন, কমপক্ষে আমার গায়ের চাদর আমাকে ফিরিয়ে দাও। যদি আমার কাছে এই বন্য গাছের সমসংখ্যক উটও থাকতো তাহলে আমি তা তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দিতাম আর এক্ষেত্রে তোমরা আমার মাঝে কোন প্রকার কার্পণ্য, মিথ্যাচার বা ভীরুতা দেখতে পেতে না।** (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফারযুল খুমস- হাদীস নং: ৩১৪৮)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত আরেকটি হাদীস লক্ষণীয়। তিনি বর্ণনা করেন, **আমি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম আর তিনি মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত ছিলেন। একজন বেদুঈন এসে সেই চাদর ধরে এত জোরে হেঁচকা টান দেয় যার কারণে হুযূর (সা.)-এর গলায় চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে যায়। এরপর সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সম্পদ দিয়ে আমার এই দু'টি উট বোঝাই করে দিন, কেননা আপনি আমাকে আপনার নিজস্ব সম্পদ থেকেও কিছু দিচ্ছেন না আর আপনার পৈত্রিক সম্পদ থেকেও কিছু দিচ্ছেন না। একথা শুনে প্রথমে মহানবী (সা.) নিরব থাকেন এরপর বলেন, 'আল্ মালু মালুল্লাহি ওয়া আনা আবদুহু' অর্থাৎ সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্রই আর আমি তাঁর এক বান্দা মাত্র। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমাকে যে কষ্ট দিয়েছ তোমার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া হবে। সে বলল, না! মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কেন প্রতিশোধ নেয়া হবে না? সে বলল, কেননা আপনি মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করেন না। একথা শুনে হুযূর (সা.) হেসে ফেলেন। এরপর মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন, এর একটি উটে যব আর অপরটিতে খেজুর বোঝাই করে দাও।** (আল্ শিফা লিকাযী আয়ায, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৭৪, ২০০২ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এই দৃষ্টান্তই মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আর এই ব্যবহার শুধু আপনজনের সাথেই নয় বরং শত্রুদের প্রতিও প্রদর্শন করেছেন। এ হলো উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী। এর মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্য, ধৈর্য, সহনশীলতা আর বদান্যতার দিকও রয়েছে। আপত্তি উত্থাপনকারীরা একেতো অজ্ঞ তার উপর কোন কিছু না জেনেই হুট করে সেই রহমাতুল্লিল আ'লামীন এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বসে আর বলে, তিনি কঠোরতা দেখিয়েছেন আর তিনি অমুক অমুক দোষে দোষী।

এরপর এদের আপত্তি হলো পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে। যদিও আমি নিজে এটি দেখিনি কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, এ চলচ্চিত্রে এই আপত্তিও তোলা হয়েছে, হযরত খাদীজাহ্ (রা.)-র চাচাতো ভাই সেই ওয়ারকা বিন নওফেল নাকি পবিত্র কুরআন লিখে দিয়েছিলেন যার কাছে মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পর হযরত খাদীজাহ্ (রা.) তাঁকে নিয়ে

গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় কাফিরদের এই আপত্তি ছিল, এই কুরআন যা তুমি খন্ডে-খন্ডে নিয়ে আসছ, এটি যদি আল্লাহ্‌র বাণী হয়ে থাকে তাহলে একযোগে কেন অবতীর্ণ হয় নি? কিন্তু এই বেচারারা এ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ বরং ইতিহাস সম্পর্কেও অনবহিত। যাই হোক, এই চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের চরিত্র এমনই। কিন্তু যে দু'জন পাদ্রী এই অপকর্মে জড়িত আর যারা নিজেদের বড়ই জ্ঞানী বলে মনে করে তারাও মূলতঃ এ বিষয়ে একেবারেই মুর্খ। ওয়ারকা বিন নওফেল আক্ষেপ করে বলেছিলেন, **'হায়, আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকতাম যখন তোমাকে তোমার স্বজাতি দেশ থেকে বিতাড়িত করবে।'** এ ঘটনার কিছুদিন পর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব বাদাউল ওহী, হাদীস নং:৩)

যেমনটি আমি বললাম, এই পাদ্রীরা ইতিহাস এবং বাস্তবতা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। প্রাচ্যবিদরা সর্বদা পবিত্র কুরআন নিয়ে এই বিতর্কে লিপ্ত থাকে, এই সূরা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে আর ঐ সূরা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে? মদীনায় না মক্কায়? এবার এরা এ প্রশ্ন তুলে আর বলছে, এই কুরআন নাকি তিনি লিখে দিয়েছেন! পবিত্র কুরআন স্বয়ং চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে, যদি মনে কর, কেউ এটি লিখে দিয়েছে তাহলে এর কোন সূরার ন্যায় একটি সূরাই এনে দেখাও!

এছাড়া মানবীয় আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও মহানবী (সা.) হলেন অতুলনীয়। তিনি সব নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা জানা থাকা সত্ত্বেও ইহুদীর অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তিনি বলেছিলেন, আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফিল্ খুসুমাতে, হাদীস নং:২৪১১)

মহানবী (সা.) দরিদ্রদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সদা দৃষ্টি রেখেছেন এবং তাদের সম্মানকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর (সা.) একজন সম্পদশালী সাহাবী একবার অন্যদের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিলেন। হুযূর (সা.) তার একথা শুনে বললেন, তুমি কি তোমার এ শক্তি-সামর্থ ও ধন-সম্পদ নিজ বাহুবলে অর্জন করেছ বলে মনে কর? কক্ষনো না। তোমাদের সামগ্রিক শক্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সবই দরিদ্রদের মাধ্যমে অর্জিত হয়। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, হাদীস নং:২৮৯৬)

আজ স্বাধীনতার এই নব্য দাবীদাররা হতদরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করে, তাদের অধিকার সংরক্ষণের (তথাকথিত) চেষ্টাও করে আর ঢোল পিটিয়ে তা ঘোষণাও করে– কিন্তু মহানবী (সা.) আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে একথা বলে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, **'তোমরা শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।'** (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুর রহন, হাদীস নং: ২৪৪৩)

অতএব এরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই মানব-হিতৈষী রসূলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? মহানবী (সা.)-এর জীবনে তাঁর উন্নত চরিত্রের অগণিত দৃষ্টান্ত আছে। এর যে কোন দিকই নিন– নির্ঘাত, আপনি মহানবী (সা.)-এর সত্তায় সেক্ষেত্রে উন্নত নৈতিক আদর্শ দেখতে পাবেন। আর কিছু খুঁজে না পেয়ে এরা অপবাদ আরোপ করে বলে, তিনি নাকি নারী-আসক্ত ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ্। তাঁর বিয়ের ব্যাপারেও এরা আপত্তি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা জানতেন, এমন ঘটনা ঘটবে, এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হবে–তাই এমন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেন যার ফলে আপনা-আপনি এসব আপত্তির খন্ডন হয়ে যেতো।

আসমা বিনতে নু'মান বিন আবি জাওন সর্ম্পকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আরবের অন্যতম সুন্দরী নারী ছিলেন। তিনি মদিনায় আসলে, মদিনার মহিলারা তাকে দেখতে আসে আর সবাই তার প্রশংসায় বলতে আরম্ভ করে, এত সুন্দরী মহিলা আমরা জীবনে কখনও দেখি নি। তার পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী রসূল (সা.) তাকে পাঁচশ' দিরহাম মোহরানা ধার্যে বিয়ে করেন। মহানবী (সা.) প্রথমবার যখন তার কাছে যান, সেই মহিলা বলে, 'আমি আপনার কাছ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' তিনি (সা.) এ কথা শুনে বলেন, 'তুমি এক মহান আশ্রয়দাতার দোহাই দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেছ।' একথা বলে তিনি বেরিয়ে আসেন। এরপর তাঁর এক সাহাবী আবু উসায়েদ (রা.)-কে বলেন, তাকে তার পরিবারের কাছে ফেরত দিয়ে এসো। ইতিহাসে একথাও লেখা আছে, এই বিয়েতে তার পরিবারের লোকেরা একথা ভেবে খুবই আনন্দিত ছিল যে, আমাদের মেয়ের বিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে হয়েছে। কিন্তু তার ফিরে আসায় তারা খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে অনেক বকাঝকাও করে। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, খন্ড ৮, পৃষ্ঠা: ৩১৮-৩১৯)

এই সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রতি নারী আসক্তির জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয়! অথচ তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশেই একাধিক বিয়ে করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, **'তাঁর একাধিক স্ত্রী যদি না থাকতেন আর সন্তান-সন্ততি না থাকতো, তাহলে সন্তানের কারণে যে পরীক্ষা এসেছিল, তিনি যেভাবে এর মুকাবিলা করেছেন এবং স্ত্রীদের সাথে যে সদ্ব্যবহার করেছেন এর দৃষ্টান্ত ও আদর্শ আমাদের মাঝে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো? আমরা কীভাবে তা জানতে পারতাম? তাঁর প্রত্যেকটি কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ছিল।'** (চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২৩, পৃষ্ঠা: ৩০০)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর সম্পর্কেও বিভিন্ন আপত্তি রয়েছে, তিনি হুযূরের খুবই আদরের ছিলেন। তার বয়স নিয়েও অনেক আজেবাজে কথা বলা হয়। অথচ হযরত আয়েশা (রা.)-কেও কোন কোন রাতে তিনি (সা.) এ কথা বলতেন, **'আমি রাতভর আমার খোদার ইবাদত করতে চাই। কেননা তিনিই আমার সবচেয়ে বড় প্রেমাস্পদ।'** (দুররে মনসূর, ইমাম সিউতি, সূরা আদ্ দুখান, আয়াত ৪, খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৫০, বৈরুত থেকে প্রকাশিত ২০০১ সালের মুদ্রণ)

অতএব যাদের মাথায় নোংরামী ছাড়া আর কিছু নেই তারা এমন অপবাদ আরোপ করতেই পারে আর করছেও এবং এমন কাজ হয়তো ভবিষ্যতেও করবে, যেকথা আমি পূর্বেও বলেছি।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন– এমন সব লোক দিয়ে তিনি জাহান্নাম পূর্ণ করতে থাকবেন।

এদের এবং এদের সহযোগীদের খোদা তা'লার শাস্তিকে ভয় করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয়দের জন্য বড়ই আত্মাভিমান রাখেন।'** (তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৮)

এ যুগে তিনি তাঁর মসীহ্ ও মাহদীকে প্রেরণ করে আত্ম-সংশোধনের প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু তারা যদি হাসি-বিদ্রূপ ও অন্যায় থেকে বিরত না হয় সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিও অতি কঠোর। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেকটি অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে, সবদিকে বিপর্যয় আঘাত হানছে। আমেরিকাতেও ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে, আর তা পূর্বের চেয়ে আরো চরম রূপ ধারণ করছে। অর্থনৈতিক মন্দা বেড়েই চলেছে। জলবায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জনবসতি পানির নিচে তলিয়ে যাবার আশংকা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব বিপদ-আপদে আজ তারা পরিবেষ্টিত।

অতএব এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সীমালঙ্ঘনকারীদের উচিত খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হচ্ছে এর উল্টোটি। সীমালঙ্ঘনের অপচেষ্টা করা হচ্ছে। যুগ-ইমাম সতর্ক করে দিয়েছেন, স্পষ্টভাবে বলেছেন, জগদ্বাসী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই বাণী যা বার বার পুনরাবৃত্তির যোগ্য, প্রায়ই উপস্থাপন করা হয়, আজ আমি পুনরায় সেটি তুলে ধরছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'স্মরণ রেখ! খোদা তা'লা আমাকে ব্যাপক ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ! ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প হয়েছে, তদ্রূপ ইউরোপেও হয়েছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও হবে। এর মধ্যে কয়েকটি কিয়ামত-সদৃশ হবে এবং এত বেশি লোক মারা পড়বে, যার ফলে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। এ মৃত্যুর কবল থেকে পশুপাখিও রেহাই পাবে না। পৃথিবীতে এত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দিবে যে, মানব সৃষ্টি অবধি এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ কখনও দেখা যায় নি। অধিকাংশ স্থান লন্ডভন্ড হয়ে যাবে; দেখে মনে হবে যেন সেখানে কখনো কোন বসতিই ছিল না। এর পাশাপাশি আকাশ ও পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বিপদাপদ দেখা দিবে, যা বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের কোন বইয়ে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক প্রকার আতঙ্কের সৃষ্টি হবে, পৃথিবীতে কী ঘটতে যাচ্ছে? অনেকে রক্ষা পাবে আবার অনেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন সন্নিকট বরং আমি তা তোমাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত দেখতে পাচ্ছি। সেদিন জগদ্বাসী কিয়ামতের একটি দৃশ্য অবলোকন করবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দিবে, কতক আকাশ থেকে এবং কতক ভূপৃষ্ঠ থেকে। এটি হবার কারণ হলো, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার ইবাদত পরিত্যাগ করেছে এবং মনপ্রাণ, সর্বশক্তি এবং সকল চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে পার্থিবতায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে। আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত রীতি প্রকাশিত হয়ে গেছে– যা দীর্ঘকাল যাবত অন্তরালে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,**

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

(অর্থাৎ, 'এবং আমরা রসূল না পাঠিয়ে কখনও আযাব অবতীর্ণ করি না।' সূরা বনী ইসরাঈল:১৬)

তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হবে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প ও বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছো অথবা স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেদের রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করছো? কক্ষনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপের অবসান ঘটবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশও যে এসব থেকে নিরাপদ –একথা মনে করো না। আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়েও বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে। হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও! হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি আর জনপদগুলোকে জনমানবশুন্য প্রত্যক্ষ করছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নিরব ছিলেন এবং তাঁর চোখের সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নিরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সবাইকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে সমবেত করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্যি সত্যিই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লূতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; তওবা কর, যেন তোমাদের প্রতি করুণা করা যায়। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না সে জীবিত নয়, মৃত।' (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২২, পৃষ্ঠাঃ ২৬৮-২৬৯)

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে বিবেক- বুদ্ধি দান করুন যেন তারা ঘৃণ্য ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা নিজ দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করার সামর্থ দান করুন (আমীন)।

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে